42

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB..6 .. 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

অমর একুশের বইমেলা উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —জনকণ্ঠ

একুশের বইমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কেউ নস্যাত করতে পারবে না ॥ যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তারাই পরাশক্তির পদলেহন করছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের সাম্প্রতিক আন্দোলন কর্মসূচীর সমালোচনা করে বলেছেন, তাদের এ আন্দোলন থেকে জনগণ কিছু পাবে না। জনগণকে অযথা কষ্ট দেয়ার অধিকার তাদের নেই। শুক্রবার বাংলাএকাডেমী প্রাঙ্গণে ২৪ দিনব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। বিরোধী দলকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন রাজনৈতিক কোন ইস্যু নেই। আর্থ-সামাজিক আন্দোলন করতে হবে জনগণ যাতে কিছু পায়। বন্যা মোকাবিলার পর দেশে যখন কিছুটা শান্তি স্বস্তি ফিরে এসেছে, সে সময় জনগণকে কষ্ট দেবার কোন কারণ আমি দেখি না।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করেছে বাংলা

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব

(প্রথম পাতার পর)

একাডেমী, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমীর সভাপতি দেশবরেণ্য কবি শামসুর রাহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষে ভাষণ দেন সংগঠনের সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব কবি আসাদ চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বিটিভি ও বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। একুশের বাইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এই প্রথমব্যরের মতো সরাসরি সম্প্রচার করা হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কলকাতা বইমেলা সম্পর্কে নানা কথা শুনছি। অপবাদ দেয়া হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে আমি মুসলমান কিনা? ধর্ম আমার, চর্চা আমি করব। কারও সার্টিফিকেটের দরকার নেই। যিনি একথা বলে বেড়াচ্ছেন, তিনি কতটা ধর্ম চর্চা করেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইসলাম ধর্মে বলা আছে, যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। '৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগও একই কথা একই অভিযোগ তুলেছিল। '৭০ সালের নির্বাচনেও ঘটেছিল একই ঘটনা। যারা সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী তারাই বার বার এ অভিযোগ তুলছে, প্রচারণা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কেউ নস্যাত করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশকে কোন দেশের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার সাহস কারও হবে না। যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তারাই পরাশক্তির পদলেহন করছে। তারা এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব চায়নি। জনগণকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, যত ষড়যন্ত্র অপপ্রচারই হোক, এ জাতির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র টিকতে পারবে না। কারণ জনগণ সচেতন হয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন ভোটের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হবে। ক্ষমতাসীন দল পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নেবে। সুতরাং এ নিয়ে আন্দোলন করার কিছু নেই।

তিনি বলেন, মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে। ভোটের জন্য জনগণের কাছে যেতে হবে। এটাই আমরা চেয়েছিলাম। সিল মেরে ভোটারবিহীন নির্বাচন করে, হত্যা, ক্যু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার দিন আর নেই। আমরা জনগণকে মর্যাদাবান করেছি। জনগণ যাকে খুশি ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠাবে।

দেশের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে জ্ঞানচর্চা ও লেখালেখির জন্য বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতি প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। সোনার বাংলা কায়েম হবে। পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে স্থান করে নেবে বাংলাদেশ। একুশ আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস দিয়েছে। বাঙালী জাতি মাথা উঁচু করে সামনে এগিয়ে যাবে। এ গতি কেউ রোধ করতে পারবে না।

বিগত ২১ বছরের ইতিহাস বিকৃতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাঙালী জাতির সঠিক ইতিহাস যেন নতুন প্রজন্ম জানতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশে এখন জ্ঞান চর্চা, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ, সংস্কৃতি চর্চা ও উন্নয়নের সুস্থ সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। ভাষা ঐতিহ্য সংস্কৃতির উত্তরোত্তর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য তিনি দেশের লেখক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এখনও ষড়যন্ত্র আছে, টের পাই। যখন দেখি বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানের ওপর আঘাত আসে, হুমকি-ধমকি আসে। '৭১-এ বিজয়ের প্রাক্কালে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল। চরম আঘাত এসেছিল '৭৫-এর ১৫ আগস্ট। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ধারণ, চর্চা ও বিকশিত করার নিরলস প্রয়াসের জন্য তিনি জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দেশের বৃহত্তর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে তাঁর সরকারের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচীর বিশদ উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত আড়াই বছরে দেশে সাক্ষরতার হার ৪৭% থেকে বেড়ে ৫৬%-এ উন্নীত হয়েছে। এ গতি অব্যাহত রাখা গেলে লক্ষ্যমাত্রা ২০০৬ সালের এক বছর আগেই দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, গণতন্ত্রের আড়াই বছরের শিশু, মুক্তিযুদ্ধ ও একুশের চেতনাকে বাঁচাতে হবে। দেশ ভারত হয়ে গেল বলে পুরনো কোরাস শুরু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রাপ্তি সম্মানজনক ঘটনা। দেশিকোত্তম সবাই পায় না। এটা পেতে বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। পাকিস্তানী প্রভুদের ইঙ্গিতে এ পুরনো কোরাস তুলে ধরা হচ্ছে। এসব আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে দলীয় রাজনৈতিক ক্ষুদ্রতার ঊর্ধে উঠে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নয়, আমরা চাই রুচিশীল, নির্লোভ, অসাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদী আলোকিত মানুষ। অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা দূর করতে হবে।

সভাপতির ভাষণে কবি শামসুর রাহমান বলেন, ভাষা